223

ভোরের কাগজ

তারিখ ... 04 SEP 1998
পৃঃ ৭ কলাম ৬

শামসুন্নাহার হলে অতি শাসনে অতিষ্ঠ ছাত্রীদের দুঘন্টার ভাঙচুর

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলে গত বুধবার রাতে প্রশাসনের অতি শাসনে অতিষ্ঠ হয়ে ছাত্রীরা জঙ্গি কায়দায় হলের ভিতরের দুটি গেট ভেঙে ফেলেছে। ভাঙচুর করেছে প্রভেস্টের অফিস। গতকাল রাত ১০টা থেকে দুঘন্টা ধরে এ ঘটনা ঘটে। পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য গতকাল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বৈঠকে বলেছেন, হলের ছাত্রীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

হল সূত্রে জানা গেছে, গত বুধবার হল কর্তৃপক্ষ হলের মূল ভবন ও ডাইনিং হলের মধ্যবর্তী স্থানে একটি কলাপসিবল গেট বসায়। গেটটি ছাত্রীদের ডাইনিং হল ও হলের ভিতরের দোকানগুলোতে যাতায়াতে সমস্যা হতো। গত বুধবার রাত দশটার দিকে প্রায় শ'খানেক ছাত্রী এতে ক্ষুব্ধ হয়ে নবনির্মিত কলাপসিবল গেটটি ভেঙে ফেলে। এ গেট ভাঙার পরে তারা হল চত্বরের ভিতর (মূল ফটকের পরে, ভবনের প্রবেশ মুখে) দ্বিতীয় লোহার গেটটি দুমড়েমুচড়ে দেয়। এ গেট থেকেই ছাত্রীদের পরিচয়পত্র পরীক্ষা করে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হতো। দ্বিতীয় গেট ভাঙার পরে তারা প্রভোস্ট অফিসের বারান্দার কাচ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। প্রায় দুঘন্টার এ ভাঙচুর পর্বে হলে দুজন আবাসিক শিক্ষিকা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাদের অনুরোধ ছাত্রীরা মানেনি।

অন্যান্য ছাত্রী হলের মতো শামসুন্নাহার হলে কাঁচাবাজারের ব্যবস্থা না থাকা, গেস্ট রুমের অনুপস্থিতি, বাথরুমের অব্যবস্থা এবং পরিচয়পত্র পরীক্ষার ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ির কারণে ছাত্রীরা আগেই হল প্রশাসনের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল।

ভাঙচুর শেষে ছাত্রীরা প্রভোস্টের পদত্যাগ দাবি করে স্লোগান দেয়। খবর পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর এবং সিনিয়র সহকারী প্রক্টর রাতেই শামসুন্নাহার হলে যান। ছাত্রীরা প্রক্টরের কাছে হলের অনিয়ম ও অতি শাসন সম্পর্কে অভিযোগ জানায়।

হলের প্রভোস্ট এবং আবাসিক শিক্ষিকাগণ বুধবার রাত প্রায় সাড়ে ৩টা পর্যন্ত এ ব্যাপারে জগন্নাথ হলের প্রভোস্টের বাংলোয় বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে প্রভোস্ট হলে আসেন এবং ঘন্টা বাজিয়ে সাধারণ সভায় বসার জন্য ছাত্রীদের আহ্বান জানান। কিন্তু এ আহ্বানে ছাত্রীরা সাড়া দেয়নি।

রাতে এ ব্যাপারে উপাচার্যের বাসভবনে অধ্যাপক মেজবাহ উদ্দীনের সভাপতিত্বে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক শেষে উপাচার্যের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বৈঠকের সিদ্ধান্ত পুরোপুরি আমি জানি না। তবে যা ঘটেছে কোনোমতেই তার প্রশংসা করা যাচ্ছে না।